67

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 13 JUL 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 6

সিলেট সদর উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত

সিলেট, ১০ই জুলাই (জেলা বার্তা পরিবেশক)।—প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাবে সিলেট সদর উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে।

সিলেট সদর উপজেলার ২০৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৭৬টি সরকারী ও ২৭টি বেসরকারী। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৫৬,৭০০। এ হিসেবে এখানে কমপক্ষে ১১৩৪ জন শিক্ষক থাকার কথা। অথচ সব মিলিয়ে শিক্ষক পদ আছে ৬৮৩টি। এর মাঝে আবার প্রধান শিক্ষকের ৪টি ও সহকারী শিক্ষকের ১৪টি পদ অনেকদিন ধরে শূন্য। এছাড়া ২০০ থেকে ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্যে ৫টি বিদ্যালয়ে মাত্র ১ জন ও ৫৫টি বিদ্যালয়ে ২ জন করে শিক্ষক রয়েছেন। পাশাপাশি অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বেঞ্চ ও চেয়ার-টেবিলসহ যাবতীয় শিক্ষা উপকরণের অভাব তীব্র থাকায় অবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

এদিকে উপজেলা শিক্ষা দপ্তরে সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার ৮টি পদের ৪টি এবং করনিকের ৩টি পদের সবকটি দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য থাকার দরুন সুষ্ঠুভাবে কাজকর্ম হচ্ছে না।

সিলেট পৌরসভার ১৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে একই সাথে ১জন করে শিক্ষক বদলি করা হয়েছে।

সিলেট পৌরসভার ২১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অন্তত: ৯,৬০০। এ হিসেবে এখানে ১৯০ জনের বেশী শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও পদ রয়েছে ১৫২টি। অবশ্য কোন শূন্য শিক্ষক পদ নেই।

এ অবস্থায় গত ১৮ই জুন ১৩টি বিদ্যালয় থেকে একই সাথে ১৩ জন শিক্ষককে ১০/১২ কিলোমিটার দূরে; কোন কোন ক্ষেত্রে সুষ্ঠু যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বিদ্যালয়ে বদলি করা হয়েছে। সেই সাথে এসব বিদ্যালয়ে ১টি করে শিক্ষকপদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। ফলে এসকল বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাব আরও প্রকট হয়ে উঠেছে।

এই বদলিকৃত শিক্ষকদের মধ্যে ১১ জনই মহিলা। অভিযোগ রয়েছে যে, প্রচলিত নিয়মে বদলি করার পূর্বে তাদের মতামত নেয়া হয়নি। এসব শিক্ষক নতুন কর্মস্থলে যোগদান করলেও বর্তমানে তাদের বেশীরভাগ ছুটি ভোগ করছেন।

সিলেট সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সাথে উল্লেখিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে যোগাযোগ করে জানা যায়, ১৮টি শূন্য শিক্ষক পদ পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি জানান, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের পরামর্শে ১৩ জন শিক্ষককে বদলি করা হয়েছে। তিনি স্বীকার করেন যে, বদলির ব্যাপারে এসব শিক্ষকের মতামত নেয়া হয়নি।